সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

শোন হে তালিবে ইলম

মুফতী আব্দুস সালাম (সুনামগঞ্জী)
মুহাদ্দিস, জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া, সিলেট

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

শিক্ষামূলক গ্রন্থ **শোন হে তালিবে ইলম**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৪১ / জুন ২০২০
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-94323-4-0

মূল্য : ৳৩২০ (তিন শত বিশ টাকা মাত্র)
USD $10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www. rokomari.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

ইলম অর্জন করার বিকল্প নেই। তবে এজন্য যথেষ্ট চেষ্টা-সাধনা প্রয়োজন। তালিবে ইলম বা শিক্ষার্থীদের মানিসক উন্নতি ও বিকাশে জ্ঞানার্জনের এই চেষ্টা অব্যাহত রাখাও জরুরী। তবে দিন দিন এর মাত্রা কমে যাচ্ছে। শিক্ষার প্রতি সমাজে চলছে অনিহা, অধ্যয়নে মনযোগের চরম সংকট। ইলম অর্জনে অবহেলার কারণে স্বভাবতই আমলে ঘাটতি হচ্ছে। ফলে অনৈতিক কর্মকাণ্ডও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ পূর্বসূরিদের ইলম ও আমল আমাদের জন্য বরাবরই আদর্শ। এ বিষয়ে তাদের চেষ্টা-সংগ্রামের ইতিহাস ও ঘটনা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। এ গ্রন্থে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের আকাবিরদের জ্ঞান আহরণে চেষ্টা-সাধনা ও অধ্যয়নের আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীও সংযোজন করা হয়েছে।

জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া, সিলেট-এর উসতায এবং স্বনামধন্য প্রবীণ আলেম মুফতী আব্দুস সালাম সুনামগঞ্জী দামাত বারাকাতুহুম অনেক ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে এই আকষর্ণীয় গ্রন্থটি রচনা করেছেন। বর্তমানে শিক্ষার চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে সেক্যুলার কিংবা মাদরাসা-শিক্ষাথীদের জন্য এ গ্রন্থটি সময়ের দাবী পূরণে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। বিশিষ্ট দ্বীনী ব্যক্তিত্ব জনাব মুহাম্মাদ সানোয়ার হোসেন সাহেব গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত দেখে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি তার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও সচেতন পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির পাঠক, প্রকাশক, অনুবাদক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা

১০ জুন ২০২০

লেখকের কথা

জ্ঞান তথা ইলমেদ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরজ। সেহেতু আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য রাত-দিন যে চেষ্টা-সাধনা করেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে সমগ্র বিশ্বে দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটছে এবং ওই সকল মহামনীষীগণের আলোচনা সর্বত্র হচ্ছে ও হবে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগে ইলমে দ্বীন শেখার আগ্রহ আধুনিক শিক্ষার তুলনায় অনেক কম। আবার যারা শিক্ষারত আছেন, তারা চেষ্টা ও মুতালাআয় (অধ্যয়নে) কম মনোযোগী।

ইলমে দ্বীন শিক্ষাই হোক অথবা আধুনিক শিক্ষাই হোক—উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আজ অলসতা দেখা যাচ্ছে। আমাদের আকাবির (পূর্বপুরুষগণ) জ্ঞান-আহরণে যে চেষ্টা-সাধনা ও মুতালাআ (অধ্যয়ন) করেছেন, তাদের তুলনায় আমাদের চেষ্টা-সাধনা ও মুতালাআ (অধ্যয়ন)—আসমান-যমীনের ব্যবধান। আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো হতে চাই, তাহলে তাদের মতো আমাদেরকেও গভীর চেষ্টা-সাধনা ও অধ্যয়ন করতে হবে। তারা কেমন চেষ্টা-সাধনা করেছেন, অধ্যয়ন কীভাবে করতেন—তা হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা নেই। আমি এ গ্রন্থে আমাদের পূর্বপুরুষদের চেষ্টা, সাধনা, মুতালাআ বা অধ্যয়নের আশ্চর্যজনক কতিপয় ঘটনাবলী বিভিন্ন পুস্তক থেকে সংগ্রহ করে একত্র করেছি। এ যুগের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং তাদের অলসতা দূরিকরণের নিমিত্তেই আমার এই প্রচেষ্টা। আলহামদুলিল্লাহ, গ্রন্থটি *শোন হে তালিবে ইলম* নামে সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা 'মাকতাবাতুল ফুরকান' থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এ পুস্তকটি কবুল করেন এবং লেখক ও পাঠকমণ্ডলীকে ক্ষমা করে দেন। উক্ত পুস্তক প্রকাশের কাজে যারা সাহায্য করেছেন তাদের সার্বিক উন্নতি কামনা করি।

আব্দুস সালাম
তালেব তাল (নয়াহাটি)
রতারগাঁও, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

২৮ মে ২০২০

সূচিপত্র

অবতরণিকা ১১

প্রথম অধ্যায়
শিক্ষার্থীদের জন্য শর্তাবলী এবং করণীয়-বর্জনীয়

ইখলাস ১৪
তাযকিয়ায়ে বাতিন ১৭
খাকসারী বা বিনয়ী হওয়া ১৯
উসতাযের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য ২১
✓ উসতাযের প্রতি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর আচরণ ২৪
✓ উসতাযের খেদমতে হযরত মাদানী রহ. ২৭
✓ উসতাযের প্রতি জরুরী আদব ও হক ২৮

মুতালাআ বা অধ্যয়ন ৩৩
✓ কিতাব বুঝতে হলে তিনটি কাজ আবশ্যক ৩৪
✓ মুতালাআর প্রয়োজনীয়তা ৩৬
✓ ছাত্রজীবনে অধ্যয়নের ঘটনা ৩৭
✓ খাদ্য পানি থেকে ও মুতালাআর স্বাদ বেশি ৩৮
✓ আকাবিরদের শিক্ষাজীবনে মুতালাআ ৪০
✓ মুতালাআর পদ্ধতি কী হবে? ৪৩
✓ শিক্ষার্থীদের জন্য গায়রে দারসী বই-পুস্তক পাঠ করা কেমন? ৪৬
✓ সবক ইয়াদ করতে ও ইয়াদ রাখার জন্য করণীয় কী? ৪৮
✓ নিয়মিত সবকে বা ক্লাসে উপস্থিত থাকা জরুরী ৪৯

ইস্তেফসার-চেষ্টা সাধনা ৫২

তাকরার বা পারস্পরিক আলোচনা ৫৫
✓ তাকরারের গুরুত্ব কী? ৫৫
✓ তাকরারের পদ্ধতি কী? ৫৮

তাআল্লুক মাআল্লাহ ৫৯

আকাবিরদের জীবনী পড়া ৬৩

শিক্ষার্থীদের দশটি আদব ৬৪
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির উপাদান কী? ৬৯
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল ৭৪
স্মৃতিশক্তি যে সব কারণে হ্রাস পায় ৭৭

চেষ্টাই উন্নতির সোপান ৮১
✓ ইবনে সীনার সাধনা ৮১
✓ সম্রাট বাবরের চেষ্টা ৮২
✓ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর চেষ্টা ৮২
✓ মুহাম্মাদ বিন তাহের রহ.-এর চেষ্টা ৮৩
✓ আবু হাতেম রাযী রহ.-এর সাধনা ৮৩
✓ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার ত্যাগ ৮৪
✓ হযরত মাখদুম বিহারীর চেষ্টা-সাধনা ৮৬

ছুটির দিনগুলোতে করণীয় কী? ৮৭
পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য করণীয় কী? ৮৯
ইলম শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? ৯৫
শিক্ষার্থীদের জন্য সময়ের মূল্যায়ন করা জরুরী ৯৭
সময়ের মূল্যায়ন সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা ১০১
শিক্ষার্থীদের জন্য নিযামুল আউকাত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ১০৪
নিজামুল আওকাত বা সময়সূচি ১০৭
দরসে বসার ও শ্রবণের আদব কী? ১১১
দরসে অনুপস্থিতির পরিণতি কী? ১১২
দরসে ঘুম এলে করণীয় কী? ১১২
ইলম থেকে বঞ্চিত হবার কারণ কী? ১১৩
প্রতিবন্ধকতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরী ১১৬
মোবাইল মহাপ্রতিবন্ধক ১১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
জ্ঞান অর্জনে আকাবিরদের চেষ্টা, সাধনা, অধ্যয়নের ঘটনাবলী

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা ১২০
চার সাহাবীর ঘটনা ১২০
ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ঘটনা ১২১
ইমাম মালেক রহ.-এর ঘটনা ১২১
ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর ঘটনা ১২১
ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর ঘটনা ১২২
ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর ঘটনা ১২২
ইমাম বুখারী রহ.-এর ঘটনা ১২৩
ইমাম মুসলিম রহ.-এর ঘটনা ১২৩
ইমাম তিরমিযী রহ.-এর ঘটনা ১২৪
মুহাদ্দিস বাকী বিন মাখলাদ রহ.-এর ঘটনা ১২৪
মুহাদ্দিস ইবনে ফুরাত রহ.-এর কিতাব অধ্যয়ন ১২৫
হযরত সাআলব রহ.-এর ঘটনা ১২৬
হাফিজ ইবনে হাজার রহ.-এর ঘটনা ১২৬
হাকিম আবু নসর ফারাবী রহ.-এর ঘটনা ১২৭

হাকিম জালিনুস রহ.-এর ঘটনা ১২৭
আল্লামা ইবনে রুশদ রহ.-এর ঘটনা ১২৭
হাফিজ বসরী রহ.-এর ঘটনা ১২৮
আবু আলী কারী বাগদাদী রহ.-এর ঘটনা ১২৮
ইমাম আবু হাতেম রাযীর রহ.-এর ঘটনা ১২৯
শায়খ রাগের আত-তাববাগ রহ.-এর ঘটনা ১৩১
আমর বিন আব্দে কায়েস রহ.-এর ঘটনা ১৩২
শেখ মুহাম্মাদ বিন সালাম বায়কান্দি রহ.-এর ঘটনা ১৩২
খতিব বাগদাদী রহ.-এর ঘটনা ১৩৩
ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহ.-এর ঘটনা ১৩৩
আবু রায়হান আল বিরুনী রহ.-এর ঘটনা ১৩৪
ইমামুল হারামাইন জয়নী রহ.-এর ঘটনা ১৩৪
ইমাম আবুল ওয়ালা ইবনে আকীল রহ.-এর ঘটনা ১৩৫
ইমাম নববী রহ.-এর ঘটনা ১৩৫
আলাউদ্দিন ইবনে হাফস ইবনে নফীস দামেস্কি রহ.-এর ঘটনা ১৩৬
ইবনে নাফীস রহ.-এর ঘটনা ১৩৬
ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ঘটনা ১৩৬
আল্লামা শিহাবুদ্দিন আলুসী রহ.-এর ঘটনা ১৩৭
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর ঘটনা ১৩৭
ইমামুন নাহু হযরত ইউনুস রহ.-এর ঘটনা ১৩৮
আবু মাআশার মুনজিম রহ.-এর ঘটনা ১৩৮
ইমাম দারে কুতনী রহ.-এর ঘটনা ১৩৮
দুই শায়খে খুরাসানীর ঘটনা ১৩৯
আলী ইবনে হাসানের ঘটনা ১৩৯
আল্লামা আবু আমর ইবনুল উলা রহ.-এর ঘটনা ১৩৯
হাফিজে হাদীস হুমাইদী রহ.-এর ঘটনা ১৪০
ইবনে জাওযী রহ.-এর ঘটনা ১৪১
ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রহ.-এর ঘটনা ১৪১
ইমাম জুহুরী রহ.-এর ঘটনা ১৪২
ইমাম তিবরানী রহ.-এর ঘটনা ১৪২
ইমাম রাযী রহ.-এর ঘটনা ১৪২
ইসহাক ইবনে সুলাইমান রহ.-এর ঘটনা ১৪২
ইমাম যাহিয রহ.-এর ঘটনা ১৪৩
শায়েখ বুআলী সীনা রহ.-এর ঘটনা ১৪৩
আল্লামা সাদুদ্দীন তাফতাযানী রহ.-এর ঘটনা ১৪৪
নাহুমীর কিতাবের লেখক আলী ইবনে মুহাম্মাদ রহ.-এর ঘটনা ১৪৫
শাহ ওলিউল্লাহ রহ.-এর ঘটনা ১৪৬
শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর ঘটনা ১৪৬
শাহ আব্দুল আযীয রহ.-এর ঘটনা ১৪৭
কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রহ.-এর ঘটনা ১৪৭
উসতাযুল উসতায হযরত মামলুক আলী রহ.-এর ঘটনা ১৪৮

মাওলানা কাসিম নানুতুবী রহ.-এর ঘটনা ১৪৯
মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী রহ.-এর ঘটনা ১৪৯
কুতবে আলম রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর ঘটনা ১৫০
আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর ঘটনা ১৫২
শায়খুল আদব হযরত মাওলানা এজাজ আলী রহ.-এর ঘটনা ১৫৩
শায়খুত তাফসীর ইদ্রিস কান্দুলভী রহ.-এর ঘটনা ১৫৩
মাওলানা ইয়াহইয়া রহ.-এর ঘটনা ১৫৪
শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর ঘটনা ১৫৪
মাওলানা রহমত আলী লুদইয়ানভী-এর ঘটনা ১৫৪
হযরত থানবী রহ.-এর ঘটনা ১৫৫
হযরত মাদানী রহ.-এর ঘটনা ১৫৫
মুফতী আযীযুর রহমান রহ.-এর ঘটনা ১৫৫
মুফতী মাহমুদ রহ.-এর ঘটনা ১৫৭
মাওলানা ইউসুফ রহ.-এর ঘটনা ১৫৮
মাওলানা এনামুল হাসান রহ.-এর ঘটনা ১৫৮
আল্লামা সিদ্দী আহমাদ কাশ্মিরী রহ.-এর ঘটনা ১৫৮
মুফতী ফয়জুল্লাহ রহ.-এর ঘটনা ১৫৮
মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের রহ.-এর অবস্থা ১৬১
মাওলানা আব্দুল কালাম আজাদ রহ.-এর মুতাআলার আগ্রহ ১৬১
আল্লামা শামছুল হক ফুরিদপুরী রহ.-এর ঘটনা ১৬২
মুফতী আযীযুল হক রহ.-এর ঘটনা ১৬৩
ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম রহ.-এর ঘটনা ১৬৬
মাওলানা মুশাহিদ বায়মপুরী রহ.-এর ঘটনা ১৬৭
মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ হাটহাজারী রহ.-এর ঘটনা ১৬৮
শায়খে বাঘা রহ.-এর ঘটনা ১৬৯
মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইসহাক রহ.-এর ঘটনা ১৭০
হযরত শায়খে বর্ণভী রহ.-এর ঘটনা ১৭১
মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন লাকসামী রহ.-এর ঘটনা ১৭১
শায়খে আব্দুল মতিন ফুলবাড়ি রহ.-এর ঘটনা ১৭৩
হাফেজ্জী হুযুর রহ.-এর ঘটনা ১৭৫
মাওলানা মুফতী শফী রহ.-এর ঘটনা ১৭৬
শায়খে চৌঘরী রহ.-এর ঘটনা ১৭৭
শায়খে বদরপুরী রহ.-এর ঘটনা ১৭৭
মুফতী মাহমুদ গাঙ্গুহী রহ.-এর ঘটনা ১৭৮
মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ সাহেব রহ.-এর ঘটনা ১৮১
আল্লামা হরিপুরী রহ.-এর ঘটনা ১৮১
মুফতী সাইদ আহমাদ পালনপুরী-এর ঘটনা ১৮৩
আল্লামা গহরপুরী রহ.-এর ঘটনা ১৮৪

শিক্ষাসমাপনীদের উদ্যেশে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর উপদেশ ১৮৬

উপসংহার ১৯২

অবতরণিকা

জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়ার উসতায এবং স্বনামধন্য প্রবীণ আলেম, মুফতী আব্দুস সালাম সাহেব, অনেক ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে একটি আকর্ষণীয় পুস্তক সংকলন করেছেন; *শোন হে তালিবে ইলম*। শিক্ষার প্রতি বর্তমান সমাজে চলছে অনিহা, অধ্যয়নে মনোযোগের চরম সংকট। শিক্ষাঙ্গনে কাগজ, কলম, কিতাব, বই-পুস্তকের চেয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি বেশি। এমনি নাজুক পরিস্থিতিতে তার এ পুস্তকটি সময়ের দাবী পূরণে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যকীয়। পবিত্র কুরআনে প্রথম নাযিলকৃত বাণী হচ্ছে ।اقرا—পড়ো। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিখ্যাত বাণী—'আমাকে শিক্ষক হিসাবেই প্রেরণ করা হয়েছে।' জ্ঞান অর্জনের কোনো নির্দিষ্ট বয়স বা সময় নেই। সারা জীবনই জ্ঞান অর্জনের সময়। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'মায়ের কোল থেকে শুরু করে কবরে যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করো।' ইমাম আহমাদ রহ. যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার জীবনের সর্বশেষ কোনো বাসনা আছে কি? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'একটি নির্জন ঘর এবং অধ্যয়নের জন্য উচ্চ সনদের কিতাবাদী।'

দ্বীনি শিক্ষা এবং জাগতিক শিক্ষা তথা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অবহেলাই একটি জাতির ধ্বংসের কারণ হতে পারে। জ্ঞানের মাধ্যমে আদম আলাইহিস সালাম সৃষ্টির সেরা আল্লাহর খলীফা হতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশে তাকে সিজদা করেছিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তির কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও মূল্যবান। আমাদের অতীত বুযুর্গানেদ্বীন কেমন করে জ্ঞান অন্বেষায় সার্বক্ষণিক মগ্ন থাকতেন, জ্ঞান

অর্জনে তাদের কত বেশি আগ্রহ ছিল, সেসব আশ্চর্য ঘটনাবলী সম্বলিত এ পুস্তকটি নিঃসন্দেহে সমাজের সবচেয়ে বড় অভাব পূরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে। এ বইটি পাঠ করে অনেকেই অধ্যয়ন তথা গভীর জ্ঞান সাধনায় মনযোগী হবে বলে আমি দৃঢ় আশা পোষণ করি।

পরিশেষে দুআ করি, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে গভীর জ্ঞান দান করেন, লেখকের শ্রম কবুল করেন এবং তাকে আরও লেখার তাওফীক দেন। আমীন। একই সাথে আমি এ পুস্তকের বহুল প্রচার-প্রসার কামনা করছি।

মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান
প্রিন্সিপাল
জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া
সিলেট

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষার্থীদের জন্য শর্তাবলী এবং করণীয়-বর্জনীয় কিছু কথা

যে নেয়ামত বা বস্তু বেশি দামি, তা অর্জন করতে শ্রম দিতে হয় বেশি। কষ্ট করতে হয় বেশি। তা অর্জনে শর্তও বেশি। ইলম থেকে মূল্যবান কোনো সম্পদ পৃথিবীতে নেই। তাই ইলম অর্জন করতে অনেক কষ্ট হয়, অনেক শর্ত পালন করতে হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য সাতটি শর্ত নিম্নে পেশ করা হলো :

শর্তসমূহ

১। ইখলাস

ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার জন্য প্রথম শর্ত হলো, ইখলাস—নিয়্যত খাঁটি করা। আমি কেন ইলম অর্জন করছি? কুরআন কেন মুখস্থ করছি? হাদীস কেন পড়ছি? ফিকহ কেন পড়ছি? কিরআত কেন মশক করছি? মূলত আল্লাহর হুকুম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ পালনার্থে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করছি। নিজে শিখে আমল করব এবং অন্যের নিকট পৌঁছাব। এই নিয়্যত হওয়া চাই শিক্ষার্থীদের।

কারও যদি নিয়ত থাকে, কিরআত পড়ছি—মানুষ আমাকে কারী সাহেব বলবে; কুরআন হিফজ করছি—মানুষ হাফেজ সাহেব বলবে, হাদীস পড়ছি—মানুষ মুহাদ্দিস সাহেব বলবে, ফিকহ পড়ছি—মানুষ মুফতী সাহেব বলবে, তাফসীর পড়ছি—মানুষ মুফাসিসর সাহেব বলবে অথবা ইলম অর্জনে টাকা-পয়সা, পদ-মর্যাদা ইত্যাদি লাভের উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। হাদীসে বর্ণিত আছে :